R.N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৪৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, ব্রাদার্স
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১২ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
২৯শে সেপটেম্বর, ১৯৮২ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪

বণ্টন শৈথিল্যে জঙ্গিপুরে ৪ হাজার বস্তা সিমেণ্ট গুদাম বন্ধ

মিহির মণ্ডল : এক বস্তা সিমেণ্টের জন্য যখন সাধারণ মানুষের হাহুতাশের শেষ নেই, সিমেণ্টের অভাবে যখন সমস্ত রকম উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ব্যাহত হতে চলেছে ঠিক তখনই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শৈথিল্য এবং বণ্টন ব্যবস্থায় খামখেয়ালীপনার দরুণ জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহরে ৫ ব্যবসায়ীর গুদামে প্রায় ৪ হাজার বস্তা সিমেণ্ট দীর্ঘ তিনমাস ধরে তালাবন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। শুধু তাই নয় মাল খালাস না হওয়ার কারণে থার্ড কোয়ার্টারের দরুণ প্রাপ্য প্রায় ৫ হাজার বস্তা সিমেণ্টও ঐ ৫ ব্যবসায়ী আনতে পারেননি। ২৭ সেপ্টেম্বর ছিল থার্ড কোয়ার্টারের জন্য সিমেণ্ট তোলার শেষ দিন। অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসনে সিমেণ্ট বণ্টনের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ও কর্মচারীদের গাফিলতির দরুণই এমনটি ঘটেছে। ক্ষমতাসীন বামফ্রণ্টের এক শরিকের অভিযোগ, মহকুমায় সিমেণ্টের সংকট সৃষ্টি করে সরকারকে হেয় করতেই সংশ্লিষ্ট অফিসারেরা এই সব করছেন। এর বিরুদ্ধে খুব শীঘ্রই তারা আন্দোলনে নামবেন বলে দলের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন। রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে ৫ জন সিমেণ্ট ডিলার রয়েছেন। নতুন ব্যবস্থায় প্রত্যেক কোয়ার্টারের জন্য তারা গড়ে প্রায় ৫ হাজার বস্তা সিমেণ্ট পেয়ে থাকেন। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঐ ব্যবসায়ীরা সেকেণ্ড কোয়ার্টারের দরুণ ঐ পরিমাণ সিমেণ্ট পান। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহেও সেই সিমেণ্ট তাদের গুদামে তালাবন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ৯০ দিন এই ভাবে ব্যবসায়ীর গুদামে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকলে সমস্ত সিমেণ্ট সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ইচ্ছেমত খোলা বাজারে বিক্রী করে দিতে পারবেন এই মেয়াদ ফুরাতে আর সপ্তাহ খানেক বাকী।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'সাগরদীঘি' নিয়ে পুলিশ চিন্তিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘিতে কেন এত ডাকাতি তা নিয়ে জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও সত্যরঞ্জন দাসও রীতিমত চিন্তিত। গত কয়েকদিন তিনি বার কয়েক সাগরদীঘিতে ছুটে গিয়ে এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করেছেন। সেখানে অস্থায়ীভাবে অতিরিক্ত পুলিশ পাঠানো যায় কিনা তা নিয়েও ভাবনা চিন্তা চলছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, পিলকির ডাকাতির ব্যাপারে জঙ্গিপুর হাসপাতালের জনৈক ডাক্তারবাবুর জড়িত থাকার অভিযোগ নিয়েও গোপনে তদন্ত চলছে। এ ব্যাপারে পুলিশ এক ব্যক্তির খোঁজ করছে। পুলিশের সন্দেহ ডাকাত পড়া বাড়ির লোকজন পুলিশের কাছে কোন কোন কথা গোপন করছেন। এস ডি পি ও শ্রীদাস তাই অন্য কোন এক সূত্র ধরে এগুতে চাইছেন। এদিকে ক্রমাগত ডাকাতির ঘটনায় সাগরদীঘির গ্রামাঞ্চলে আতংক দেখা দিয়েছে। অনেকেই গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে যাচ্ছে প্রাণের ভয়ে। গত এক সপ্তাহে ঐ এলাকা থেকে নতুন কোন ডাকাতির খবর

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গ্রামের স্কুলে টিফিন বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিন দেওয়ার যে প্রথা চালু হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে মুরশিদাবাদের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহ থেকে শহরাঞ্চলের স্কুলগুলিতে টিফিন দেওয়া শুরু হলেও গ্রামের স্কুলগুলিতে কবে তা পুনরায় চালু হবে স্কুলবোর্ড কর্তারা তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারছেন না। তবে আশা করা হচ্ছে অক্টোবরের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সংস্থার আচরণে সাঁতারুরাও ক্ষুব্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : কয়েকজন প্রথিতযশা সাঁতারু মুরশিদাবাদ সন্তরণ সংস্থার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার না পাওয়ায় তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে গেছেন। এরা গঙ্গাবক্ষে ৭৪'৪৮ কিমি সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে মুর্শিদাবাদে এসে অব্যবস্থা, বিশৃংখলায় হতবাক হয়ে গেছেন। গত ৩ বছরের প্রথমে স্থানাধিকারী খগেন দত্তও সাঁতার সংস্থার আচার আচরণে ক্ষুব্ধ। এবারেও তিনি প্রথম হয়েছেন। শনিবার রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে অব্যবস্থার প্রতিবাদ জানাতে তাঁকে রীতিমত ঝগড়া করতে হয়েছে। দিল্লীর বসন্ত-, লাল সাহা, মহারাষ্ট্রের দীপক পালেকর তারানাথ সিন্‌হা প্রমুখ বহিরাগত প্রতিযোগীরা তো প্রকাশ্যেই বলে গেছেন 'তারা ভবিষ্যতে আর মুরশিদাবাদে কোন রকম প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে আসবেন না।' ২৬ সেপ্টেম্বর কাকভোরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার কথা ছিল বিশ জনের। শেষ রাত্রে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় বাইশে। স্থানীয় মানুষজনের বিক্ষোভে জেলার দু'জন অতিরিক্ত প্রতিযোগীর নাম সন্তরণ সংস্থা বাধ্য হয়ে অন্তর্ভুক্ত

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অদ্ভুত রোগের গুজবে মুরশিদাবাদে আতংক

নিজস্ব সংবাদদাতা : অদ্ভুত রোগের গুজবে মুরশিদাবাদ জেলা জুড়ে আতংক ছড়িয়ে পড়ায় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর চিন্তিত। তাঁরা ঘোষণা করেছেন 'ঐ অদ্ভুত রোগ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই'। কেও কোন রকম অস্বস্তি বোধ করলে সরাসরি হাসপাতালে যাওয়ার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর জনসাধারণকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই অদ্ভুত রোগকে নাম দেওয়া হয়েছে 'ঝিমঝিমি রোগ'। এই রোগে হঠাৎ রোগীর হাত-পা নাকি ঝিমঝিম করে ওঠে। সেই সঙ্গে দেখা দেয় প্রচণ্ড জ্বর এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের কোন কোন অঙ্গ নাকি এর ফলে সংকোচিত হয়। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, গুজবের ফলে সৃষ্ট আতংক থেকেই এই রোগ নিয়ে এত হৈ চৈ। বহু লোকের মৃত্যু সম্পর্কে যে সমস্ত খবর ছড়িয়েছে তার সবটাই জব। এই রোগে এ পর্যন্ত একজনেরও কোন ক্ষতি হয়নি। কয়েকজন ডাক্তারের মতে, 'এটা এক ধরনের ম্যালেরিয়া। শরীরে উচ্চ তাপমাত্রা দেখা দিলে জল দিয়ে মাথা ধুয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করানো উচিত। 'চুণ বা পায়ে সুতো বাঁধার ব্যাপারটা হাস্যকর ছাড়া কিছুই নয়।' গত এক সপ্তাহ ধরে করাক্কা থেকে এই রোগের খবর বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে ছড়িয়ে পড়লে আতংক দেখা দেয়। রোগ প্রতিরোধে বহু মানুষ শরীরে চুণ লাগিয়েছেন। শরীরে অস্বস্তি দেখা দিলেই আক্রান্ত ব্যক্তির মাথায় জল ঢালা হয়েছে।

শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ
এবারে লিখছেন :
সৈয়দ মোস্তফা সিরাজ
কুমারেশ ঘোষ
অনুপ ঘোষাল
শওকত আলি
এবং.....।
প্রচ্ছদ এঁকেছেন—সাহিত্যিক
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
মহালয়ার আগেই প্রকাশ পাবে।
দাম ৩ টাকা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৯ সাল

॥ ঈদুজ্জোহা ॥

ইসলামী দুনিয়ার দ্বিতীয় প্রধান উৎসব ঈদুজ্জোহা আজ উদ্‌যাপিত হইতেছে। প্রধান উৎসব 'ঈদ-উল্-ফিতর'। ইহা খুসীর পরব—পরস্পর প্রীতি বিনিময় ও সৌ-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইবার এক মহনীয় অনুষ্ঠান—সকলের সঙ্গে প্রেম ও মৈত্রীর সম্পর্ক গড়িয়া তোলার এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

খুসীর পরব উদ্‌যাপিত হইবার পর ত্যাগ ও উৎসর্গের তথা আত্ম-শুদ্ধির এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পবিত্র অনুষ্ঠান ঈদুজ্জোহা আত্মোৎসর্গের মহিমায় উজ্জ্বল এই উৎসব। বৈদিক যজ্ঞে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার সময় বলা হয়—'ইদমগ্নয়ে ইদং ন মম' অর্থাৎ ইহা (আহুতির দ্রব্য) অগ্নির জন্য, ইহা আমার নয়। অহং বোধের এমন অস্বীকৃতি এবং ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত প্রাণতা সমান মাত্রাতে 'ঈদুজ্জোহা'তেও পরিদৃষ্ট।

'ঈদুজ্জোহা' বা 'ঈদ উল্-আয্‌হা' বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ উৎসব। 'ঈদ' এর অর্থ উৎসব এবং আয্‌হা এর অর্থ উৎসর্গ বা হত্যা। তাই ইহা উৎসর্গ করিবার বা কোরবাণী করিবার অনুষ্ঠান।

কিন্তু কিসের 'আয্‌হা' বা কোরবাণী? সুপ্রাচীনকালে আল্লাহ হজরত ইব্রাহিমকে তাহার অতি প্রিয় বস্তু উৎসর্গ বা কোরবাণী করিতে আদেশ দিলেন। হজরত ইব্রাহিম অতি প্রিয় বস্তু হিসাবে তাঁহার পুত্র ইসমাইলকে আল্লাহ-এর নামে হত্যা করিলেন। কিন্তু কোরবাণীর পর দেখা গেল, সেখানে ইসমাইল নয়, একটি দুম্বার দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। বস্তুত এই ত্যাগ এবং ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তির প্রকাশ আজও এই উৎসবের স্মারক হইয়া আছে। মহাভারতে কর্ণও অতিথি সৎকারের জন্য অতিথির অভিরুচি অনুসারে স্বীয় পুত্রকে বধ করেন। ইহাও ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল।

দ্বিতীয়তঃ 'আয্‌হা' অর্থাৎ হত্যা কাহাকে? মানুষের অন্তরে যে পশুপ্রবৃত্তি আছে, যে রিপু আছে, তাহাকে। এই রিপু মানুষের মধ্যে প্রবল হয় বলিয়াই মানুষ ঈশ্বর সান্নিধ্য হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়ে। সে তখন শয়তান বা অসুরে পরিণত হয়। এই রিপুকে বিনাশ করিতে পারিলেই ঈশ্বরের কৃপা লাভ সম্ভব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 'আমি আমি' ভাবের বর্জন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিভিন্ন অসুর নিধন একই ব্যাপার। তাই 'ঈদুজ্জোহা' আত্মশুদ্ধির অনুষ্ঠান। পশু বলিদানের যে ব্যবস্থা হিন্দুধর্মে রহিয়াছে, তাহাও রিপুসমূহ নিধনের প্রতীক।

হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যথাক্রমে আর্যযুগীয় ও ইসলামী সাম্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ সুপরিস্ফুট। হিন্দুদের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে মর্যাদা দান পরিলক্ষিত হয়। নিজ ইষ্টের কথা ভাবিবার পূর্বে অন্যের জন্য চিন্তা করা হয়। 'ঈদুজ্জোহা' উৎসবে উৎসর্গীকৃত পশু মাংস নিজের জন্য রাখিবার পূর্বে গরীব দুঃখীদের জন্য এবং আত্মীয়-অনাত্মীয়ের জন্য পৃথক করিয়া রাখিবার রীতি আছে এবং ধর্মপ্রাণ ইসলামী ইহাকে পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। সমাজসেবার এক মহৎ নিদর্শন এই প্রথা।

ত্যাগের মহিমাপূত 'ঈদুজ্জোহা' উৎসব আত্মশুদ্ধির যে পথ দেখাইয়া দিয়াছে, তাহার মূল্য মানবতার প্রতিষ্ঠায় অপরিসীম। তাই এই উৎসবের ভাব-গাম্ভীর্য অনস্বীকার্য্য।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ডিপ টিউবওয়েল প্রসঙ্গে

সম্প্রতি পঃ বঃ রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র সেচমন্ত্রী কানাইবাবু এক চিঠিতে বিদ্যুৎমন্ত্রী শংকরবাবুকে বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে এখন যা খরা পরিস্থিতি তাতে দশ-পনের দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে আমন চাষের সত্তর শতাংশ নষ্ট হয়ে যাবে। এই অবস্থায় বিদ্যুৎচালিত ডিপ ও শ্যালো টিউবওয়েলগুলি চালু রাখা চাই-ই। শংকরবাবুও কানাইবাবুর পরামর্শে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যানকে টিউবওয়েলগুলি চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের দুই মন্ত্রীর কাজে আমি অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার কানুপুর ও জামুয়ার অঞ্চলের যথাক্রমে মঙ্গলজন ও বাড়ালা গ্রামের ডিপ টিউবওয়েল দুটি দীর্ঘ ৫-৬ বছর আগে বসানো হলেও আজ অবধি সেখানে জলসেচের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। তাই আপনার পত্রিকার মাধ্যমে উক্ত ডিপ টিউবওয়েল দুটি চালু করার জন্য সরকারের ক্ষুদ্র সেচমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আসরাফুদ্দিন বিশ্বাস
মঙ্গলজন, মুর্শিদাবাদ

॥ তিন চোখে ॥

মিল বলেছিলেন—একটি সুখী মূর্খ হওয়ার চেয়ে অসুখী সক্রেটিস্ হওয়া অনেক ভালো। মানুষের মধ্যে মর্যাদাবোধ আছে বলেই মানুষ নিম্নস্তরের সুখকে বর্জন করে উচ্চ-স্তরের সুখকে প্রাধান্য দেয়।

মানুষ পশুর থেকে পৃথক ও শ্রেষ্ঠ কারণ মানুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি আছে। তার মধ্যে মনুষ্যত্বের মর্যাদাবোধ আছে। মানুষ চেষ্টা করে বিচার শক্তির নির্দেশে নৈতিক জীবন পরিচালনা করতে। চেষ্টা করে অনুভূতি, আবেগ, ভোগ, লিপ্সা প্রভৃতি দমন করে এক বিশুদ্ধ চিন্তার জীবনযাপন করতে। চেষ্টা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয় না। তবুও শাশ্বতকাল থেকে মানুষ চেষ্টা করে আসছে মন থেকে পাশব প্রবৃত্তি নিশ্চিহ্ন করতে।

এই ধরনের একটি পবিত্র অনুষ্ঠান এই সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হল। কোরবাণী উৎসব। অন্যভাবে যাকে বলা হয় ঈদ বা ঈদুজ্জোহা। এক পবিত্র মুসলমান উৎসব। এই উৎসবের মূল তাৎপর্য হল মানুষের পশু-শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করা। ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা। এই উৎসবের মাধ্যমে অন্তরের পাশব প্রবৃত্তিকে চিরতরে নির্মূল করার চেষ্টা করা হয়।

পাশব প্রবৃত্তির ধ্বংসের প্রতীক কোরবাণীর পশু বধ। খুবই তাৎ-পর্যপূর্ণ এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সব শাস্ত্রে সব ধর্মেই এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে মানুষকে ত্যাগ, সংযম ও সাধনার দ্বারা জগতের পরম-সত্তার কাছে পৌঁছাতে হবে। মন থেকে পাশব প্রবৃত্তি অপসারিত করতে হবে। তাই বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও মূল লক্ষ্য একই। সব নদী গিয়ে মিশেছে সাগরে। তাই আজ উৎসবের ঢেউ লাগে সবার মনে। উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে জাতিধর্মনির্বিশেষে সব প্রান্তরে।

মণি সেন

সভ্যতার খেসারত

দুর্মুখ

ধীরে ধীরে আমরা সভ্য হয়েছি। বন্য অবস্থা থেকে হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে, দাবানলে পুড়তে পুড়তে আমরা নগণ্য অবস্থা থেকে গণ্যমান্য হয়েছি। কুটির ছেড়ে অট্টালিকা বানিয়েছি। জল স্থল অন্তরীক্ষ দখল করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছি। বিচিত্র শব্দ করতে করতে শিখেছি শব্দ গ্রন্থনা। নির্বসন অবস্থা হতে বসন বৈচিত্র্যে এসে পৌঁছেছি। পালটিয়েছে খাদ্যাভ্যাস, বদ অভ্যাস পশুপ্রকৃতি সব কিছুই পালটিয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের খেসারত দিতে হয়েছে অনেক, সীমাহীন। তখন মস্তিষ্ক ছিল অনুর্বর। স্বাস্থ্য ছিল সুন্দর, দেহ ছিল সবল ঋজু। এখন মস্তিষ্ক উর্ব্বর। কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙ্গেছে, দেহ ভেঙ্গেছে। তখন দেহের শক্তিতে করেছি বাধা অতি-ক্রমণ। এখন দেহই গতায়াতের মস্ত বাধা। এই খেসারতের পরি-মিতি তৎকালীন দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে বর্তমান দ্রব্যমূল্যের তুলনামূলক বিচারই নির্দ্ধারণ করতে পারে

(পরের পাতায়)

উপ-প্রধান খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘিতে গত সপ্তাহে একজন উপ-প্রধান-সহ দুজন খুন হয়েছেন বলে পুলিশী সূত্রে জানা গেছে। মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধানকে জনকয় লোক দিনের বেলায় ফুলবাড়ী গ্রামে তার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করে। অন্য খুনের ঘটনাটি ঘটেছে ঐ থানার অনুপপুরে মঙ্গলবার। একটি পারিবারিক ঘটনার জের হিসাবে দু'জন বালক জনৈক সিরাজ সেখ (১৪) কে মাঠে ডেকে নিয়ে যায়। পরে সিরাজের লাস মেলে।

ষ্টেশনে বিক্ষোভ

রঘুনাথগঞ্জ : ডি ওয়াই এফের একদল কর্মী রেল চলাচলে অব্যবস্থা, সাঁইথিয়া—করিমপুর রেল লাইন স্থাপন, ফরাক্কা—ব্যাণ্ডেল ডবল লাইন প্রভৃতির দাবীতে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীরা ষ্টেশনে অবস্থান করে যাত্রীদের সই সংগ্রহও করেন।

শরৎ জন্ম-জয়ন্তী

ধুলিয়ান : সম্প্রতি এখানে ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে সমাজ বীক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। ঐ দিন সকালে প্রভাতফেরী বিকেলে শরৎচন্দ্র স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য বর্তমান উৎকেন্দ্রিক সমাজ জীবনে সুস্থ পরিবেশ, রুচিবোধ এবং সংস্কৃতির অভাব দূর করা। রঘুনাথগঞ্জেও ডি এস ও'র পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের জন্ম দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়।

রোগী

রোগ যে কমে না ডাক্তার বাবু,
ওষুধ খেলাম কত
রোগের যাতনা কিছুই গেল না
ধনে প্রাণে হ'নু হত
রোগ নিরুপণ যদি নাহি হয়
স্পষ্ট বলুন মোরে,
বৈদ্যের মতে দেখাই ব্যারাম
ফল যদি তাতে করে।

ডাক্তার

বুঝি বা না বুঝি রোগ
ওষুধ খাওয়াই
মোদের মতন নয়
বৈদ্যের দাওয়াই।
রোগী যবে খাপি খায়
অন্তিম পীড়ায়,
তখনও ওষুধ গাদি
শিরায় শিরায়।

রচনা—দাদাঠাকুর

জায়গা বিক্রী

পিয়ারাপুর গ্রাম সংলগ্ন লালগোলা জংগীপুর হাইওয়ের উভয় পার্শ্বে বাসপোযোগী ৮ বিঘা মত জমি বিক্রয় আছে। ক্রেতার প্রয়োজনে প্লট ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। নিম্নে যোগাযোগ করুন।

রাজারাম মুন্দ্রা
জংগীপুর (সাহেবগাজার)
মুর্শিদাবাদ
ফোন : জংগীপুর ২১ ও ৩৯

ইঞ্জিন বিক্রয়

২৬-২৮ এইচ পি ক্রসলি ডিজেল ইঞ্জিন চালু অবস্থায় আছে, বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। নিম্নে যোগাযোগ করুন।

রাজারাম মুন্দ্রা।
জংগীপুর (সাহেবগাজার)
মুর্শিদাবাদ
ফোন : জংগীপুর ২১ ও ৩৯

সভ্যতার খেসারত

(২য় পাতার পর)

সভ্যতার প্রধান উপকরণ বসন। আজ হতে ৬৭ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩২২ সালের একটি সাংবাদিক প্রতিবেদনে দেখা যায় একজোড়া প্রমাণী কাপড়ের মূল্য ছিল ১।০ বা ১।৵০ অর্থাৎ বর্তমান মূল্যমান ১·২৫পঃ বা ১·৩৭পঃ। কিন্তু বর্তমানে ১৩৮৯ সালে একখানি প্রমাণী কাপড়ের দাম কমপক্ষে ৩০ টাঃ অর্থাৎ প্রায় ৩০ গুণ। সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি হলো—চাল, ডাল, সরষে তেল, আটা, গম, নাঃ তেল, কেরোসিন, চিনি, হলুদ, আলু ইত্যাদি। এ গুলির তুলনামূলক দর দেখলে অঙ্গ হতে দরদর করে ঘাম ঝরে পড়বে, তরতর করে হৃৎপিণ্ড থেমে আসবে। দামের ষ্ট্রোকে ষ্ট্রোক হয়েও যেতে পারে। চাল তখন মণ ছিল ৪৸০ অর্থাৎ ৪·৭৫ আর এখন সের বা কেজি ৪৲। ডাল ৩৸০ এখন কেজি ৫৲। আটা ৬৷৷০ এখন কেজি ২·৭০পঃ। সরষের তেল মণ ১৪৷৷০ এখন কেজি ১৪·৫০। গম ৪৷৷৵ এখন কেজি ২·৫০। নাঃ তেল ২৪৲ এখন কেজি ২৫৲। কেরোসিন ২৲ এখন লিঃ ২৲। চিনি ৩·০ এখন কেজি ৫৲। হলুদ ৬৷·০ এখন কেজি ১০৲। আলু মণ ২৷৷০ এখন কেজি ২·৫০। তুলনামূলক বিচারে দেখা যাচ্ছে বাজার দর ৩০ গুণ হতে ১০০ গুণ পর্যান্ত বৃদ্ধি হয়েছে। সে তুলনায় আয় বৃদ্ধি হয়েছে কত? একজন মজুর তখন পেতো দৈনিক ৸০ বা ১ , এখন সরকারী মজুরী (যা কেউ দেয় না) ৮·২৫ পঃ অর্থাৎ আট গুণ। তাহলে একজন সাধারণ মানুষের পরিবার পরিজন নিয়ে ঐ আয়ে সংসার চালানো নিশ্চয়ই খুব মসৃণ নয়। সে কারনেই মানুষ সভ্যতার এই খেসারত দিতে গিয়ে তার নিঃস্বার্থপর প্রকৃতিকে আর দৃঢ় রাখতে পারছে না। ক্রমশঃ আবার স্বার্থপর হয়ে সেই বন্য স্বভাবে ফিরে যাচ্ছে। বাইরের প্রকৃতিতে সভ্যতার মুখোশ পরে অন্তঃপ্রকৃতি আবার প্রাপ্ত হচ্ছে সেই বন্যতা। নিজেকে রক্ষার যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত মানবিক মন বিক্ষিপ্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে সেই প্রাচীন বন্যতায় ফিরে যাচ্ছে। মানুষ পাশবিকতার শিকার হয়ে তার সদগুণ বিসর্জন দিয়ে পশু হয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। মানবিক নীতিবোধ হচ্ছে বর্জিত, স্নেহ-মায়া-মমতা হচ্ছে অন্তর্হিত। ভাববাদী মানবিক সত্তা তাই ধীরে ধীরে আকর্ষিত হচ্ছে জড়বাদ বা বস্তুবাদের নীরস প্রাণহীনতার দিকে।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস
ষ্টোন মার্চ্চেণ্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্যাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে
ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

ফোন নং : ২৬২
চৌধুরী ভাই
৩০, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর
॥ চার্চের মোড় ॥
গুড ইয়ার কোং নির্মিত সেরা বেলটিং এবং পাম্পসেট ও বড় ইঞ্জিনের পার্টস পাওয়া যায়।
চৌধুরী হাইওয়ে সার্ভিস, বহরমপুরের সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সিমেন্ট গুদাম বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অথচ এস ডি ও বা খাদ্য সরবরাহ বিভাগ এ পর্যন্ত ঐ সিমেন্ট বণ্টনের কোন ব্যবস্থা নেননি। জানা গেছে, কয়েকজন ব্যবসায়ীর ঘরে ২৫০ বা ৩০০ বস্তা মত সিমেন্ট পারমিটে বিলি করার জন্য নির্দেশ গেছে। কন্‌ট্রোল দামে ঐ ব্যবসায়ীরা তাদের সিমেন্ট বিক্রী করবেন। বুধবার পর্যন্ত ইস্যু করা পারমিটের এক বস্তা সিমেন্টও বিক্রী হয়নি কোন ব্যবসায়ীর ঘরে। জানা গেছে, সিমেন্ট চেয়ে যারা আবেদন করেছিলেন পারমিট পাওয়া সম্পর্কে এখনও তাদের কিছু জানানো হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে কেও কেও এ সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে সিমেন্ট পাওয়ার তালিকা দেখে তাজ্জব বনেছেন। এস ডি ও অফিসের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদনের পর খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কন্‌ট্রোলারের নির্দ্দেশ মত সে আবেদনের যথার্থতা নিয়ে সাব-ইনস্‌পেকটরদের তদন্তের পরই পারমিট ইস্যু হয়ে থাকে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, হালফিলে সাব-ইনস্‌পেকটরদের সে তদন্ত রিপোর্টের কোন মূল্যই দেওয়া হচ্ছে না। এ নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিলেও তারা মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছেন না। খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জনৈক মুখপাত্র নাম প্রকাশে আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, সিমেন্ট বণ্টনের পুরো ব্যবস্থাটা এখন নিয়ন্ত্রণ করছেন খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কর্ত্তা গৌতম চৌধুরী। তাই এই ব্যাপারে কারো পক্ষেই কিছু বলা সম্ভব নয়। এদিকে অযথা সিমেন্ট আটকে রাখায় ব্যবসায়ীদের মধ্যেও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ব্যবসায়ীরা অবশ্য সরাসরি ভয়ে কেও মুখ খুলতে চাননি। অফিস সূত্রে প্রকাশ, সিমেন্ট চেয়ে আবেদনকারীর সংখ্যা গত দু'মাসে দুশো ছাড়িয়ে গেছে। শতাধিক আবেদনকারীর চাহিদা মত তদন্তের কাজও শেষ। সিমেন্ট থাকা সত্ত্বেও তাদের সিমেন্ট না দেওয়ার কারণ রীতিমত রহস্যের সৃষ্টি করেছে।

টিফিন বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ তা চালু করা সম্ভব হবে। এদিকে টিফিন বন্ধ হয়ে যাবার ফলে গ্রামের স্কুলগুলিতে ছাত্র-সংখ্যা বেশ কমতে শুরু করেছে। বহু স্কুলে ছাত্রসংখ্যা এক তৃতীয়াংশতেও দাঁড়িয়েছে।

ভাঙ্গনে নিরাশ্রয়

নিজস্ব সংবাদদাতা ধুলিয়ান : ফরাক্কার রঘুনাথপুর গ্রামের ৪১টি বসত বাড়ি ও দোকান ঘর গঙ্গা ভাঙ্গনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় নিরাশ্রয়দের পুনর্বাসনের দাবী জানানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেবার জন্য সম্প্রতি ষষ্টিচরণ ঘোষের নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা দল ফরাক্কা ব্লকের বিডিও'র কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। বিডিও ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেও খবর লেখা পর্যন্ত তারা কোন রকম সাহায্য পান নি। বর্তমানে ঐ নিরাশ্রয় পরিবারেরা গাছতলায় আশ্রয় নিয়ে অতি কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

ফরাক্কায় মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ জল নিষ্কাশনের দাবীতে কৃষক-সমিতি ফরাক্কায় ব্যারেজের জে এমের কাছে ২১ সেপ্টেম্বর মিছিল সহকারে বিক্ষোভ দেখান। পরে এক প্রতিনিধি দল জে এমের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে।

সাঁতারুরাও ক্ষুব্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেন। এবারের প্রতিযোগিতায় কলকাতার দৈনিক পত্রিকার বেশীর ভাগ প্রতিনিধিই কার্যতঃ অনুপস্থিত ছিলেন। কেও কেও উপস্থিত থাকলেও তাদের সংবাদ সংগ্রহে বিরত থাকতে দেখা যায়। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল পূর্ব ঘোষণা সত্ত্বেও জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক জি বালচন্দ্রনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনুপস্থিতি। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে শ্রীবালচন্দ্রন সন্তরণ সংস্থার আচরণে সন্তুষ্ট নন। এবং সেই কারণেই জঙ্গিপুরে উপস্থিত থেকেও তিনি অনুষ্ঠানে গড় হাজির থাকেন।

পুলিশ চিন্তিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আসেনি। সম্ভবতঃ শুরু পক্ষের জন্যই ডাকাতি বন্ধ আছে। তবে ন'পাড়া গ্রামের অধিবাসীরা জানিয়েছেন গত সপ্তাহে ঐ গ্রামে ডাকাতি করার জন্য বার কয়েক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ভলেনটিয়ারদের প্রতিরোধে তা সম্ভব হয়নি। গ্রামবাসীরা ঐ গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর দাবী জানিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পিলকি গ্রামে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ মঙ্গলবার পর্যন্ত চার কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে।

একটি সুসংবাদ

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

মুর্শিদাবাদ

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও

বলবর্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।